দৈনিক
জনকণ্ঠ

24 MAR 2003

সংবাদ সম্মেলনে হট্টগোল, সাংবাদিকদের স্থান ত্যাগ

নকল প্রতিরোধের নীতিমালা নিয়ে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবের সমন্বয়হীনতা, মতানৈক্য

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নকল প্রতিরোধের নীতিমালা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবের সমন্বয়হীনতা ও মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে তুমুল হট্টগোল হয়েছে। এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের নীতিমালা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে সাংবাদিকদের মুহুর্মুহু প্রশ্নে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব লা জওয়াব হয়ে যান। একপর্যায়ে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে সাংবাদিকরা ক্ষোভে স্থান ত্যাগ করেন। নকল প্রতিরোধে জেলা প্রশাসকদের প্রতি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের পৃথক চিঠিতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেয়ায় এবার নকল প্রতিরোধে দেশজুড়ে বিভ্রান্তি দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে ছাত্রছাত্রীদের শরীর তল্লাশির সময় নকল পাওয়া মাত্রই সরাসরি বহিষ্কার নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ ব্যাপারে সমন্বয়হীনতার দরুনই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক ও শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম ডিসিদের কাছে পৃথকভাবে পত্র দিয়েছেন। ঐ চিঠিতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে তল্লাশিতে নকল পেলে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। গেটমুখে নকল পেলেও শিক্ষা সচিব বহিষ্কার না করে নকল নিয়ে নেয়ার কথা বলেছেন, এমনকি ক্ষেত্রে হলে ঢোকার আগে নকলের নামে ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার বা হয়রানি করা যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবের মধ্যকার মতানৈক্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে হলগেটে বহিষ্কারের মতে অনড় থাকেন। শিক্ষা সচিবও তাঁর মতে অনড় থাকেন, এমনকি হলগেটে বহিষ্কার আইনসম্মত নয়

(৪-এর পাতায় দেখুন)

নকল প্রতিরোধের নীতিমালা

(৮-এর পাতার পর)

বলে উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু হলগেটে শিক্ষার্থীদের শরীর তল্লাশিই অসম্ভব বলে মন্তব্য করেন। এসব বক্তব্যের বিভ্রান্তি নিরসনে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্ত চাওয়া হলে তিনি প্রথমে আইনানুগ ব্যবস্থার পক্ষে এবং পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই করতে পারবেন বলে অভিমত দেন। এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি আরও বাড়লে প্রশ্নোত্তরকালে হৈ-হট্টগোল শুরু হয়। এরপর কোন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলে মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা আগে বৈঠক করে যেন একমত হয়ে নেন বলে সাংবাদিকদের পক্ষে মন্তব্য করা হয়। হট্টগোলের মধ্যে শিক্ষা সচিব এক সাংবাদিককে উদ্দেশ করে দেশের শিক্ষক-ছাত্ররা পর্যন্ত বিষয়টি বুঝতে পেরেছে অথচ আপনারা বুঝতে পারছেন না, যা পারুন লিখুন ইত্যাদি মন্তব্য করলে সাংবাদিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ করেন এবং ক্ষোভের সঙ্গে ঐ কক্ষ ত্যাগ করেন। পরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তাঁর কক্ষে সাংবাদিকদের ডেকে কোনরকম অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে নকল প্রতিরোধে সাংবাদিক সমাজের ইতিবাচক ভূমিকার আহ্বান জানান।

এবারের নকল প্রতিরোধের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্টরা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না বলে বলা হয়েছে। ঐ এলাকার সংসদ সদস্য ছাড়া ম্যানেজিং কমিটি বা কোন রাজনৈতিক নেতাকেও প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন কক্ষে নকল চললেও তা ধরতে ব্যর্থ হলে বা বহিরাগত কোন ম্যাজিস্ট্রেট নকল ধরলে ঐ শিক্ষককে বহিষ্কার, ঢালাও নকলের অভিযোগে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি এবং এমপিও বাতিল, কেন্দ্র সচিব ছাড়া মোবাইল বন্ধ রাখা, পরীক্ষার সময় পানি খাওয়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা, ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সার্বিক চিত্র ধারণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখা দিলে সেই কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্প স্থগিত করা, নকল প্রতিরোধে কৃতিত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করা, নকলবিরোধী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপদস্থ হলে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কারের ব্যবস্থার করা হবে বলে বলা হয়েছে।